দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

25

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ পরিস্থিতি

গত ১৩-৬-৯৪ইং তারিখে দৈনিক বাংলার জনমত কলামে "বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের সমস্যা" শিরোনামে প্রকাশিত জনাব আশিক উর রহিমের বক্তব্যের সাথে আমি একমত। বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল মহাবিদ্যালয়ের ১৯৯৩-১৯৯৪ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস ৮-১-৯৪ইং তারিখে শুরু হয়, কিন্তু ১০-১-৯৪ইং তারিখে রাজনৈতিক কারণে ১৫-৪-৯৪ইং পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৬-৪-৯৪ইং তারিখে পুনরায় ক্লাস শুরু হওয়ার কথা থাকলেও দুই দল ছাত্রের মধ্যে মারামারির ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ দিনই অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন এবং আজ পর্যন্ত কলেজ খুলেনি এবং ক্লাসও শুরু হয়নি। ইতিমেধ্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষের ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি থিউরিটিক্যাল, প্রাক্টিক্যাল কোন ক্লাসই হয়নি। অর্থাৎ তারা মেডিক্যালে এসে কোন শিক্ষাই লাভ করতে পারেনি। অথচ অন্যদিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজে যথারীতি ক্লাস হচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত লেখাপড়া করে এগিয়ে যাচ্ছে। বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের অবস্থা দেখলে মনে হয় এখানে যেন কোন প্রশাসন নেই এবং সরকারেরও তাতে কিছু করার নেই। এভাবে যদি মাসের পর মাস অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ রাখা হয় তবে ছাত্র-ছাত্রী কি করে লেখাপড়া করবে এবং অন্যান্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে একই প্রশ্নপত্রের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে উত্তীর্ণ হবে? মেডিক্যালে লেখাপড়া সাধারণতঃ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার চেয়ে কঠিন। কারণ এখানে হাতে কলমে শিখতে হয়, রোগী দেখতে হয় এবং অপারেশন করতে হয়। চিকিৎসকের সঠিক ডায়োগনসিসের ফলে রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং ভুল প্রেসক্রিপশনের কারণে রোগীর মৃত্য হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই লেখাপড়া শিখতে পক্ষপাতি, কেবল মুষ্টিমেয় ছাত্র মারামারি হানাহানি করে গোলযোগের সৃষ্টি করে। সিলেট মেডিক্যাল কলেজের মতো 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের নাম দস্তখত নিয়ে নির্ধারণ করা যায় কতজন রাজনীতির পক্ষে, কতজন বিপক্ষে। যখন দেখা যাবে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী রাজনীতির বিপক্ষে তখন কর্তৃপক্ষ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিতে পারেন এবং যেহেতু হোস্টেলের সিট নিয়ে গন্ডগোলের সৃষ্টি হয় সেহেতু কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে যেসব ছাত্র দূর-দূরান্ত থেকে এসে কলেজে ভর্তি হয়েছে, আর কলেজ হোস্টেল ছাড়া অন্যত্র থাকার যাদের সুযোগ সুবিধা নেই তাদের মধ্যে সিট বন্টন করতে পারেন এবং সেটাই উচিত। ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি করতে না পারলে কলেজ সংসদ হবে না এবং নির্বাচনের প্রশ্নও আসবে না। হোস্টেলের সিট বন্টন, এবং ছাত্র সংসদের নির্বাচন নিয়ে মারামারি হবে আর এই জন্য কলেজ বন্ধ থাকবে এটা ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং দেশবাসী কারো কাম্য হতে পারে না। বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে রীতিমত লেখাপড়া হোক এটা শুধু সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থেই নয় বরং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই একান্ত কাম্য। অতএব বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে যাতে পুনরায় ক্লাস শুরু হয়, রীতিমতো লেখাপড়া হয় এবং মারামারি না হয় তার যথাথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সচিব মহোদয়ের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণের
পক্ষে-
আলী আহমদ ভূঁইয়া
১১, দনিয়া
ঢাকা-১২০৪।

জনমত